

# চতুর্দশ অধ্যায়

## ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ



## ১৪.০ ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ

- ▶ বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয়বহুল এবং সময় সাপেক্ষ। সরকার ২০১৮ সালের মধ্যে অতিরিক্ত প্রায় ১১,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ ২০২১ সালের মধ্যে ২৪,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে 'সবার জন্য বিদ্যুৎ' সুবিধা নিশ্চিতকরণের জন্য তাৎক্ষণিক স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। উক্ত পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, যা যথাসময়ে যোগান দেয়া সরকারের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ;
- ▶ জ্বালানি বহুমুখীকরণের মাধ্যমে ডিজেল ও ফার্নেস অয়েল ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং এগুলোর প্রতিস্থাপনের বিষয়ে সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নেয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ;
- ▶ বিদ্যুৎ উৎপাদনের দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় কয়লাভিত্তিক ২০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনা মোতাবেক কয়লার উৎস সন্ধান করা এবং স্বল্প ব্যয়ে তা পরিবহনের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ;
- ▶ বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি মানবসম্পদ উন্নয়ন বিদ্যুৎ খাতের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সরকারি পর্যায়ে বর্তমানে প্রায় ২৫ হাজার কর্মকর্তা/ কর্মচারী কর্মরত রয়েছে। এছাড়া বেসরকারি পর্যায়েও বিপুল সংখ্যক কর্মচারী রয়েছে। এখাতে ব্যাপক সংখ্যক কারিগরি কর্মকর্তা নিয়োগ এর পাশাপাশি এ সকল কর্মকর্তাকে দক্ষ মানবসম্পদে উন্নত করতে হলে, একটি ব্যাপক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। এ কারণে প্রশিক্ষণ বিষয়ক একটি আলাদা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা আবশ্যিক।

